দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রাবিতে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম শুরুতেই অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ॥ একাডেমিক কার্যক্রমও বিলম্বিত

রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ও ভবিষ্যত শুরুতেই অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। বিলম্বিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শিক্ষার কার্যক্রমও। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখানকার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এমনকি রাজশাহী মহানগরবাসী আশঙ্কা প্রকাশ করছে, উত্তরের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে আবারও সন্ত্রাসের দামামা বেজে উঠবে না তো? সাম্প্রতিক সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা দীর্ঘ ৪ বছর ধরে সুষ্ঠু ও শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজকারী ক্যাম্পাসকে এমন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, ভার্সিটির নির্বাচিত ভিসিকে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পরই ৪ অক্টোবর সকালে বিএনপি ও জামায়াত মতাদর্শের শিক্ষকরা ভিসিকে 'রুটিন ওয়ার্ক' ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজ না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে আসেন। তাঁরা মারমুখী আচরণও করেন। একই সঙ্গে ঐ শিক্ষকরা ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য সিন্ডিকেটের সভা না করার জন্যও চাপ দেন। ঐ সভায় ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে অনার্স ক্লাসে ভর্তির কমিটি গঠন, ভার্সিটির নতুন কয়েকটি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সিলেবাস অনুমোদনসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ছিল। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের চাপের মুখে তা স্থগিত করতে বাধ্য হন উপাচার্য সাইদুর রহমান খান।

সূত্রমতে, সিন্ডিকেটের ঐ সভাটি উপাচার্য ভবনস্থ লাউঞ্জে গত ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শুরু হয়। কিন্তু সভাটি শেষ করা যায়নি। ১৯৯৯ সালের ১৬ নবেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি আবাসিক হলে তাণ্ডবে অংশ নেয়া ১৫ শিবির ক্যাডারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশঙ্কায় শিবিরের ক্যাডাররা ক্যাম্পাসের বেহাল অবস্থার সৃষ্টি করে। সিন্ডিকেট সদস্যরা নিরাপত্তা না পেয়ে সভা মুলতবি করার দাবি জানালে তা মঞ্জুর করেন উপাচার্য। উপরন্তু শান্ত ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির উপর্যুপরি ৩ দিনের ধর্মঘট আহ্বান করলে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশও বিঘ্নিত হয়।

সূত্র আরও জানায়, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সেশনজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও অনার্স ক্লাসে ভর্তির প্রক্রিয়া আগেভাগেই শেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বর্তমান, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিএনপি ঘরানার বুদ্ধিজীবী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের "অসহযোগিতা তথা চাপ প্রয়োগের" কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সুপারিশকৃত বেশ কয়েকটি নতুন বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের নতুন সিলেবাস অনুমোদিত না হওয়ায় তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়াও যাচ্ছে না।

ক্যাম্পাস আবারও অস্থির হয়ে ওঠার আশঙ্কা

এদিকে নির্বাচনের পর ক্ষমতার পটপরিবর্তনের আভাস পেয়েই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল 'যুক্তিসঙ্গত' কারণ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কয়েক কর্মকর্তার (উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টা) পদত্যাগ দাবি করে ১০ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছে গত শনিবার। আল্টিমেটাম অনুযায়ী আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে শীর্ষ কর্মকর্তারা পদত্যাগ না করলে তারা ক্যাম্পাস অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ভবিষ্যত নিয়ে সংশ্লিষ্টরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এসব বিষয়ে উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অনাহূত পরিস্থিতির কারণে সাময়িক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে শীঘ্রই আবারও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।